দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১-৬...

পরিত্যক্ত স্কুলের নামেও অর্থ বরাদ্দ

■ সাইদুর রহমান ও এনামুল হক, খুলনা থেকে ফিরে

কাজ না করেই-গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের (টিআর) টাকা লোপাট করা হয়েছে। কিছু প্রকল্পে মাপে গৌজামিল দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে টাকা। শতভাগ কাজ হয়নি কোন প্রকল্পেই। একই ঘটনা ঘটেছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য-কাবিখা ও কাজের বিনিময়ে টাকা-কাবিটায়। পরিত্যক্ত স্কুলের নামেও বরাদ্দ দিয়ে উত্তোলন করা হয়েছে টাকা। এমনকি টিআরের তৃতীয় পর্যায়ে সোলার প্যানেল স্থাপনে হয়েছে নয়ছয়। ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরি করে কমদামে কেনা সোলার প্যানেলকে বেশি দামে কেনা দেখানো হয়েছে। এমন চিত্র উঠে এসেছে খুলনার বিভিন্ন উপজেলার উন্নয়ন প্রকল্পে।

সরেজমিন
খুলনা
১

টিআর-কাবিখা'র বরাদ্দ হরিলুটের অভিযোগ, বেশিরভাগ প্রকল্পের কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি

সম্প্রতি এই প্রতিবেদক সরেজমিন খুলনার বিভিন্ন উপজেলা ঘুরে দেখেছেন টিআর, কাবিখা, কাবিটাসহ অন্যান্য উন্নয়ন বরাদ্দে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র। খুলনার ৯টি উপজেলার কোথাও প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি। কয়রা উপজেলায় বেশকিছু প্রকল্পে কাজ না করেই টাকা উত্তোলন করেছেন প্রকল্প কমিটির সভাপতিরা। উপজেলা প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে প্রকল্প সভাপতিরা ভুয়া মাস্টাররোল (শ্রমিকদের কার্যতালিকা) দাখিল করে লুটপাট করেছেন। যে সব প্রতিষ্ঠানে সৌর প্যানেল স্থাপনের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সেখানে গিয়ে তা দেখা যায়নি।

সরেজমিন ডুমুরিয়ায় গিয়ে দেখা যায়, উপজেলায় গত অর্থ বছরে ৯৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য বরাদ্দকৃত '৩৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা অনিয়মের মাধ্যমে উত্তোলন করার অভিযোগ রয়েছে। যে সকল বিদ্যালয় ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ফাইল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে সে সকল বিদ্যালয়ও সংস্কারের বরাদ্দ পেয়েছে। এর মধ্যে উপজেলা বাদুরগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ এসেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ভবনটি ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশে আছে। অপরদিকে নোয়াকাটী মাঠের হাট প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতেও ২০ হাজার টাকা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ এসেছে। বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় হাটের মধ্যে টিনসেডের ছাউনিতে মাঝে মধ্যে ক্লাস হয়ে থাকে। এ ছাড়া কাঠালতলা মঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়েও সংস্কারের জন্য ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ এসেছে। অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে বরাদ্দ দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ও বিদ্যালয় কমিটি এসব অর্থ উত্তোলন করছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. অহিদুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

কয়রা উপজেলা ঘুরে দেখা গেছে, উপজেলার দক্ষিণ বেদকাশী ইউনিয়নের আংটিহারা পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

পরিত্যক্ত স্কুলের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ত্রাণের ব্রিজ হতে মোশাররফ দফাদারের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা পুনঃনির্মাণ প্রকল্প এবং ছোট আংটিহারা হাফিজুল গাজীর বাড়ি হতে সামসুর মোড়লের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা সংস্কারে টিআরের ১৩ ও ৯ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ করা হলেও কোন কাজ হয়নি। ইউপি সদস্য বেলাল হোসেন ও নাছের আলী দু'জনে মিলে গমের টাকা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয় বাসিন্দা বাচ্চু সরদার ও মতলেব হোসেন জানান, ওই দু'টি রাস্তায় কোন সংস্কার কাজ হয়নি। প্রকল্প দেখতে চাইলে দু'জন ইউপি সদস্য বেসরকারি একটি সেচ্ছাসেবী সংস্থার রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে তাদের প্রকল্পের কাজ বলে দাবি করেন। এ ব্যাপারে তাদের কছে প্রশ্ন করা হলে তারা সঠিক কোন জবাব দিতে পারেননি।

এছাড়া উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নের পাথরখালী স্লুইচগেইট হতে শেখবাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার ও আজিজুল মোল্লার বাড়ি হতে আবুল হোসেন শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্পে ৯ ও ১৪ টন গমের কোন কাজ হয়নি। প্রকল্প সভাপতি ইউপি সদস্য নূরুজ্জামান জানান, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা নিজেই কাজটি নিয়ে সর্বক্ষণ তদারকি করেছেন। 'এখানে আমার কোন সম্পৃক্ততা নেই। তাছাড়া বর্ষা মৌসুম এসে পড়ায় কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরে শুস্ক মৌসুমে কাজ করা হবে।

আমাদী ইউনিয়নের খেওনা পিচের রাস্তা হতে রাহাজান মোড়লের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা সংস্কার কাজ না করে প্রকল্পের সমুদয় ৯ মেট্রিক টন গম উত্তোলন করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা আবদুর রহমান ঢালি জানান, এখানে কাজ না করেই টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। প্রকল্প সভাপতি ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেনের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, বর্ষা মৌসুমে কাজ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি, সময়মত পরিবেশ সৃষ্টি হলে কাজ করবো। একই ইউনিয়নের সানাপাড়া জামে মসজিদের পুকুর খননও দায়সারাভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। মহেশ্বরীপুর ইউনিয়নের হড্ডা অরবিন্দুর মৎস্য ঘের হতে হোগলা খালের গেট পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট প্রকল্পেও কাজ হয়নি। এ ছাড়া বাগালী ইউনিয়নের ইসলামপুর করিমুন্নেছার বাড়ির পুকুর পুনঃখনন প্রকল্পে কাজ না করার অভিযোগ উঠেছে প্রকল্পের সভাপতির বিরুদ্ধে।

এদিকে টিআরের সোলার প্যানেল ক্রয়েও অনিয়ম হয়েছে। উপজেলার দক্ষিণ বেদকাশি ইউনিয়নের আংটিহারা মোল্লাবাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ, ঘরিলাল বায়তুল সালাম জামে মসজিদ, চরামুখা মুন্সিপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপনের টাকা সোলার না ক্রয় করেই উত্তোলন করা হয়েছে। এ ছাড়া উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নের কাটমারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার স্থাপন না করে অর্থ উত্তোলন করা হয়।

এ ব্যাপারে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রকাশ চন্দ্র বলেন, যে সব প্রকল্পে অনিয়ম ধরা পড়েছে তাদেরকে পুনরায় কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে সোলার প্যানেল স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম হতে পারে বলে স্বীকার করেন তিনি।

কয়রা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আ. খ. ম তমিজ উদ্দীন বলেন, আমি নিজে বেশ কয়েকটি প্রকল্প পরিদর্শন করে কাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি। এমনকি প্রকল্প এলাকায় কোন সাইনবোর্ডও দেখা যায়নি। যে কারণে ওই সব প্রকল্পে বরাদ্দ ছাড় না দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত ভাবে অবহিত করি। তারপরও সে সব প্রকল্পে বরাদ্দ ছাড় করায় বিস্মিত হয়েছি।

বটিয়াঘাটা ঘুরে দেখা যায়, গত অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৭টি ইউনিয়নে মোট ১৮টি প্রকল্পে ২শ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রকল্পগুলোর মধ্যে বটিয়াঘাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট কাজের নামে কিছু জায়গায় মাটি ফেলে রাখা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, সামান্য কাজ হয়েছে। স্কুলের শিক্ষকদের সাথে আলাপ করলে তারা বলেন, দুর্যোগের কারণে কাজ করা যায়নি, বাকি কাজ পরে করা হবে। তিতুখালী সীমানা থেকে বয়ারভাঙ্গা পিপড়ামারী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার, বুনারাবাদ পরামানিক বাড়ি থেকে জীবেশের দোকান, বিরাট লক্ষণ হালদারের বাড়ি থেকে জালিয়াপাড়া ও ডাদাইলবুনিয়া রাস্তা হয়ে খেয়া ঘাট পর্যন্ত মাটি ভরাট ও রাস্তা সংস্কারে মাত্র ৪০ ভাগ কাজ সম্পন্ন করে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন কাজও সম্পন্ন হয়নি।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ১০টি প্রকল্পে ১২৭ মেট্রিক টন গম প্রদান করেন। যার মধ্যে ৯টি প্রকল্পে ৬৩ মেট্রিক টনের মাটি ভরাট ও রাস্তা নির্মাণের কাজ রয়েছে। এর মধ্যে চক্রাখালী গৌর নিতাই মন্দিরে মাটি ভরাট, কিসমত ফুলতলা কাটাখালী খালের দক্ষিণ পাড় হতে বিলের জোয়ার্দার বাড়ি অভিমুখে রাস্তা নির্মাণ বাবদ ৮ মেট্রিক টনের কাজে মাত্র ৫ টনের কাজ করার পর তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের সভাপতি ইউপি সদস্য হিমাংশু কুমার বলেন, মাটির অভাবে কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া বৃত্তি খলসিবুনিয়া স্কুল মাঠ, সুখদাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ, নোয়াইলতলা ফুটবল খেলার মাঠ, ফুলবাড়ি আলীম মাদ্রাসার মাঠ ও জয়পুর ডাংগা স্কুল মাঠে মাটি ভরাট, কড়িয়া বাজার নূর ইসলাম শেখের বাড়ি হতে সুফির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার, উপজেলা পরিষদ অভ্যন্তরে মাটি ভরাট কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, জাতীয় সংসদ সদস্য প্রদত্ত প্রকল্পের কাজে প্রকল্প চেয়ারম্যানগণ দলীয় লোক হওয়ায় যেনতেন ভাবে কাজ দেখিয়ে সমুদয় অর্থ আত্মসাত করেছেন।

খুলনার দাকোপে কাজের বিনিময়ে খাদ্য- কাবিখা প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়মের চিত্র পাওয়া যায়। উপজেলার ৬নং কামারখোলা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের সাহারাবাদ এলাকার আনছার গাজীর বাড়ীর সামনে ক্রোজারের বাঁধ নির্মাণ এবং রশীদ গাজী, দেলোয়ার সানা ও সিরাজুল গাজীর বাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠানো সংস্কার (কাবিখা দ্বিতীয় পর্যায়) কর্মসূচির আওতায় ৯ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে মাত্র কয়েকটি বাঁশ কিনে ক্রোজারের বাঁধ নির্মাণ এবং সোলার প্যানেল স্থাপন না করে সেখানে ছোট্ট একটি সাঁকো দিয়ে বাকি টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এ ব্যাপারে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক ইউপি সদস্য আ. করিম সানা বলেন, এভাবেই যদি নামমাত্র কাজ করে প্রকল্প সভাপতি মোটা অংকের টাকা আত্মসাৎ করেন তাহলে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মুখ থুবড়ে পড়বে।

প্রকল্পের সভাপতি তৈয়বুর রহমান সানা বলেন, আমি ক্রোজারের দুই পাড়ে মাটির কাজ করেছি। তারপর বৃষ্টির কারণে মানুষের যাতায়াতের জন্য একটি সাঁকো করে দিয়েছি।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. মোয়াজ্জেম হোসেন উত্তেজিত হয়ে মোবাইলে বলেন, 'ফিল্ডে কি আছে কি নাই জানি না, আমার কাছে কেউ লিখিত অভিযোগ করলে আমি বিষয়টি দেখব।' উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৃনাল কান্তি দেও বলেন, 'আমি লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিব।'

(এই প্রতিবেদন তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন কয়রা সংবাদদাতা মোহা. হুমায়ুন কবির, বটিয়াঘাটার শেখ আব্দুল হামিদ, দাকোপের বিধান চন্দ্র ঘোষ ও ডুমুরিয়ার জি. এম আব্দুস ছালাম)।

আগামীকাল পড়ুন : খুলনার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।